দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 4 DEC 2012
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

সউদী-বাংলাদেশ শিক্ষা সম্পর্ক জোরদার হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার : সউদী আরবের সাথে বাংলাদেশের শিক্ষা সম্পর্ক জোরদার হচ্ছে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা আরবী ভাষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে সউদী আরবের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের সুযোগ পাবেন। সম্প্রতি সউদী আরবে বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এবং সউদী আরবের উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী ড. খালেদ বিন মোহাম্মদ আনকারার মধ্যে এক সাক্ষাতে সউদী মন্ত্রী এই আগ্রহ প্রকাশ করেন। এসময় শিক্ষামন্ত্রী সউদী মন্ত্রীকে বিজ্ঞান, শিক্ষা এবং প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম অবহিত করেন। তিনি মাদরাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন এবং নতুন একটি ইসলামিক আরবী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিষয় সউদী মন্ত্রীকে অবহিত করেন। শিক্ষামন্ত্রী সউদী আরবের বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশী ছাত্রীদের অধিকসংখ্যক বৃত্তি প্রদান এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আরবী ভাষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সউদী মন্ত্রীর সহযোগিতা কামনা করেন। সউদী আরবের উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যক্রমের সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বাংলাদেশ ও সউদী আরবের মধ্যে শিক্ষা কার্যক্রম বিনিময়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এর আগে ওআইসির অঙ্গীভূত প্রতিষ্ঠান ইসলামিক শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক সংস্থার (আইসেসকো) দু'দিনব্যাপী সাধারণ সভায় যোগ দেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। সউদী আরবের রিয়াদে ১ ও ২ ডিসেম্বর এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। রিয়াদের রিজ কার্লটন হোটেলে এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন খালেদ বিন মোহাম্মদ আল আনকার। সম্মেলনে ইউনেস্কোর মহাপরিচালক মিজ ইরিনা বোকোভা, আইসেসকো'র মহাপরিচালক ড. আবদুল আজিজস্পর্ক ওথমান আল ওয়াজিরিসহ প্রায় ৫০টি মুসলিম দেশের মন্ত্রী, সচিব ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের নেতৃত্বে তিন সদস্যবিশিষ্ট বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল এই সম্মেলনে যোগদান করে। প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন-শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা একেএম হায়েফ উল্যা।

সম্মেলনের ২য় দিন সকালের অধিবেশনে বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী নাহিদ ভাষণ দেন। শিক্ষামন্ত্রী তার ভাষণে ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামী সভ্যতা ও মূল্যবোধ রক্ষায় আইসেসকো'র ভূমিকার প্রশংসা করেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষাক্ষেত্রে চলমান বিভিন্ন কার্যক্রম ও অর্জন সবাইকে অবহিত করেন এবং বিশেষত ছাত্রছাত্রী সংখ্যা সমতা অর্জন এবং নারীর ক্ষমতায়নে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরেন। তিনি বিজ্ঞান-প্রযুক্তি এবং কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে আইসেসকো'র সহযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ সম্মেলনে আইসেসকো'র পরবর্তী ৩ বছরের অ্যাকশন প্ল্যান তৈরিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।